মাস্ক বিলি

দিনহাটার একটি সংগঠন বুধবার কোচবিহার মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ও রাসমেলা প্রাঙ্গণে করোনা সচেতনতার প্রচার চালায়। মাস্কও বিলি করা হয়।

পুরভোটের লক্ষ্যে মাঠে তৃণমূল

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : হলদিবাড়ি পুরসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে মাঠে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে হলদিবাড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ধাপনগর কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কর্মীসভা করে তৃণমূল। রাজ্যে বিভিন্ন পুরসভার মেয়াদ শেষ হলেও ভোট হচ্ছে না। ভোট হয়নি কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ি পুরসভার। এখনও ভোট কবে হবে তার কোনও স্পষ্ট বার্তা দেয়নি রাজ্য সরকার। কিন্তু তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা এখনই পুরসভার ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। সংগঠন চাঙ্গা করতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। পুরসভার ভোটের কথা মাথায় রেখে হলদিবাড়ি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ওই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এবার বিধানসভা নির্বাচনে মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলের নিরিখে হলদিবাড়ি পুরসভা এলাকায় ফল বিজেপির পক্ষে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হলদিবাড়ি পুরসভা। ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হলদিবাড়ি পুরসভা। মাত্র একটি ওয়ার্ডে তৃণমূল এগিয়ে আছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের নিরিখে। বাকি ১০টি ওয়ার্ডে এগিয়ে বিজেপি। ফলে এখন থেকেই ঘর গোছাতে মাঠে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার হেভিওয়েট নেতৃত্ব।

হলদিবাড়ির ধারানগর কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূলের কর্মীসভা। – সংবাদচিত্র

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী, শহর কমিটির সভানেত্রী পূরবী রায়প্রধান, ব্লক কমিটির সভাপতি অমিতাভ বিশ্বাস, পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস, ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল বিশ্বাস ও সৌরভ রায়, দলের যুব শাখার শহর কমিটির সভাপতি প্রদীপ সিনহা, যুব শাখার ব্লক কমিটির সভাপতি মানস রায়বসুনিয়া, জেলা কমিটির সহ সভাপতি নুরুল খালেক আহম্মেদ, দলের ব্লক কমিটির সভাপতি মাসুক সরকার, দলের টাউন কমিটির সভাপতি বাপি সেন, শিক্ষা সেলের ব্লক কমিটির সভাপতি তমালরঞ্জন রায় প্রমুখ।

সভায় বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের টাউন মণ্ডল কমিটির সভাপতি সইদুল ইসলাম তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন জেলা কমিটির সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী। মন্ত্রী বলেন, 'মানুষ আজ বিজেপির স্বরূপ চিনতে পেরেছে। তাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করছে। বিজেপি ভেবেছে, ওরা ১০টি ওয়ার্ড এগিয়ে আছে। তাই হলদিবাড়ি পুরসভা ওরা দখল করবে। এটা ওদের দিবাস্বপ্ন। মানুষ আমাদের পাশে আছে।' শহর কমিটির সভানেত্রী পূরবী রায়প্রধান বলেন, পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার নির্দেশ দেন তিনি। গিরীন্দ্রনাথবাবুর কথায়, 'তোরা যে যা করিস ভাই, আমরা সোনার হরিণ চাই।' অর্থাৎ পুরভোটে জয় চান তিনি।

কর্মীসভায় গিরিন

- বিধানসভা ভোটে হলদিবাড়ি পুরসভার ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০টিতে এগিয়ে বিজেপি
- একথা মাথায় রেখে দলীয় সংগঠন চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বুধবার কর্মীসভা করে তৃণমূল
- কর্মীসভায় দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন উপস্থিত ছিলেন

কর্মীসভা হবে। এদিনের সভায় দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেন জেলা সভাপতি। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার নির্দেশ দেন তিনি। গিরীন্দ্রনাথবাবুর কথায়, 'তোরা যে যা করিস ভাই, আমরা সোনার হরিণ চাই।' অর্থাৎ পুরভোটে জয় চান তিনি।

বুধবার পুলিশ হেপাজতে উদ্ধার করা স্বর্ণালংকার। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

চুরির কিনারা করল মাথাভাঙ্গা পুলিশ, ধৃত ৩

মাথাভাঙ্গা, ২৪ নভেম্বর : চুরির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল মাথাভাঙ্গা পুলিশ। চুরি এবং চোরাই মাল কেনার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার।

উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বর মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাকের দপ্তরের কর্মী বাবলু দাসের বাড়িতে দিনের বেলায় চুরি হয়। বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙে নগদ কয়েক হাজার টাকা এবং বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোররা। ওইদিন রাতেই মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। চুরির কিনারা করতে তৎপর হয়ে ওঠে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। রাতেই ঘটনাস্থলে যান মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ মণ্ডল।

গত ২২ নভেম্বর চুরির মূল পান্ডা অখিল মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি তার কাছ থেকে বেশ কিছু সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়। চুরি যাওয়া গয়নার একাংশ কোচবিহারের দুটি দোকানে বিক্রি করা হয় বলেও পুলিশ জানতে পারে। এই ঘটনায় কোচবিহারের দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

চুরির কিনারা করার পর বুধবার মাথাভাঙ্গা থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ মণ্ডল জানান, ১৩ নভেম্বর পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে চুরির ঘটনা ঘটেছিল তদন্ত করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বেশ কিছু সোনার অলংকার উদ্ধার করা হয়েছে।

ধৃতদের এদিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এসিজেএম মৃণালকান্তি মণ্ডল ধৃতদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৩ ডিসেম্বর অভিযুক্তদের ফের আদালতে তোলা হবে।

কৃষক সংগঠনের দাবিপত্র পেশ

পুণ্ডিবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার কোচবিহার-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তাকে দাবিপত্র দিল কোচবিহার-২ ব্লক তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেস। সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি রঞ্জিত দাস জানান, অবিলম্বে পটাশ, ডিএপি সার সহ বিভিন্ন সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, কৃষকরা যাতে সঠিক মূল্যে সার, কীটনাশক, বীজ ক্রয় করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা, আলুর বীজের কালোবাজারি রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন করে নজরদারি চালানো, প্রতিটি সারের দোকানে সারের দামের লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়া, প্রত্যেক কৃষক যাতে সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা সহ নানা দাবিতে এদিন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

গাঁজা গাছ নষ্টে যৌথ অভিযান

পারডুবি, ২৪ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের খলাইগ্রাম, পশ্চিম পারডুবি, ভেরভেরি, মানাবাড়ি, মাটিয়ারকুঠি সহ বেশ কিছু এলাকায় অভিযান চালিয়ে বুধবার গাঁজা গাছ কাটলেন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ও আবগারিকর্মীরা। এদিন ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি অজিতকুমার শা'র নেতৃত্বে পুলিশ ও আবগারিকর্মীরা যৌথ অভিযান চালান। প্রচুর জমির অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে ফেলা হয়।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ মণ্ডল জানান, বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত গাঁজা গাছ নিধনে অভিযান চলছে। এদিন পারডুবির বেশ কিছু এলাকায় অভিযান চালানো হয়। আগামীদিনেও এ ধরনের অভিযান চলবে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি

পুণ্ডিবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিতে অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের নেতা রাজ ঘোষ, উত্তম ঘোষ প্রমুখ জানান, অবিলম্বে কলেজে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করা, প্রতিটি সিমেস্টারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্লাসের ব্যবস্থা, ক্যান্টিনের ব্যবস্থা, সুলভ শৌচালয়ের সুব্যবস্থা, ছাত্র সংসদের ঘর খোলা সহ সাত দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে দাবিগুলো পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বক্তব্য মেলেনি।

সিপিএমের বৈঠক পারডুবিতে

পারডুবি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার বিকেলে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারডুবি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বৈঠক করে সিপিএম। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের নিশিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক আসিরুদ্দিন মিয়াঁ, সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য হরিপদ বর্ধন প্রমুখ। বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় পারডুবি বাজার এলাকায় মিছিল করা হয়। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।

আগুনে নেশা।। *কোচবিহারে রাসমেলায়। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ*

শিক্ষকের অপমৃত্যু, স্ত্রীর নামে অভিযোগ

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : বড় গদাইখোড়া গ্রামে শিক্ষকের অপমৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করলেন বাবা। মৃত শিক্ষকের বাবা ক্ষিরোদ প্রামাণিক বুধবার শীতলকুচি থানায় পুত্রবধূর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, পুত্রবধূর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন মৃত শিক্ষকের স্ত্রী।

জানা যায়, সোমবার শীতলকুচি ব্লকের বড় গদাইখোড়া গ্রামে পলাশ বর্মন নামে এক শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বাড়ির সামান্য দূরত্বে বাঁশঝাড়ের পাশের একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। পলাশবাবু খলিসামারি পঞ্চানন বিদ্যাপীঠের বাংলা বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রী পারুল রায় প্রামাণিক ও ছেলেকে নিয়ে মাথাভাঙ্গা শহরে থাকতেন তিনি। শিক্ষকের অপমৃত্যুর পেছনে কী রহস্য আছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। তবে পলাশবাবুর বাবা ক্ষিরোদ প্রামাণিক ছেলের মৃত্যুর জন্য বৌমাকে দায়ী করে শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হত। বৌমা সবসময় ছেলেকে নানা বিষয় নিয়ে অপমান করত। ছেলের উপর মানসিক অত্যাচার করত। মারধর করত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ছেলে। তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

তবে মৃত শিক্ষকের স্ত্রী পারুল রায় প্রামাণিক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে মাথাভাঙ্গার এক ব্যক্তির থেকে মোটা টাকা ঋণ নেন তাঁর স্বামী। কয়েক সপ্তাহ আগে পাওনাদার টাকার জন্য স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। সেদিন থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তাঁর স্বামী। বিষয়টি শ্বশুরবাড়ির সবাই জানে। এরপরও কেন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারছি না।

শীতলকুচি থানার পুলিশ জানায়, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জাতীয় উদ্যানে গন্ডারের হানায় জখম ২ মহিলা

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর বুধবার গন্ডারের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন দুই মহিলা। জানা গিয়েছে, এদিন জ্বালানি কাঠ আনতে দুই মহিলা জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জলদাপাড়া হেডকোয়ার্টার বিটে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গন্ডার এই দুই মহিলাকে আক্রমণ করে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, ওই দুই মহিলার নাম জ্যোৎস্না রায় এবং গীতা রায়। তাঁদের বাড়ি জলদাপাড়া প্রধানপাড়ায়। জানা গিয়েছে, আক্রমণের খবর পেয়েই এই দুই মহিলাকে তাঁদের বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জ্যোৎস্নার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গীতার পা ভেঙে গিয়েছে। দেবদর্শনবাবু জানান, যেহেতু ঘটনাটি জঙ্গলের ভেতর ঘটেছে সেজন্য একটি টাকাও ক্ষতিপূরণ মিলবে না।

এদিকে, একের পর এক বন্যপ্রাণীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে বনকর্মীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো অবস্থা বন দপ্তরের। নিয়ম রয়েছে, জাতীয় উদ্যানে বিনা অনুমতিতে মানুষের ঢোকা নিষেধ। অথচ প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এই জঙ্গলে গোরু চরাতে এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, এই দুই মহিলা বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যান। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জলদাপাড়া হেডকোয়ার্টার বিটের কাছে যেতেই গন্ডার আক্রমণ করে।

উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর গন্ডারের আক্রমণে নতুনপাড়ার বাসিন্দা দিলীপকুমার সেন মারা গিয়েছিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর।

আলোচনা সভা

পারডুবি, ২৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ৬ ডিসেম্বরের সম্মেলন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাবলু বর্মন, কোষাধ্যক্ষ শ্যামল দত্ত প্রমুখ।

কর না দিলে মিলছে না জাতিগত শংসাপত্র

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৪ নভেম্বর : এ যেন 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল'-এর মতো অবস্থা। চৌকিদারি কর ছাড়া তপশিলি জাতির শংসাপত্র না মেলায় কার্যত এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে উপভোক্তাদের। এই নিয়ে বেজায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে উপভোক্তাদের মধ্যে। কর ছাড়া শংসাপত্র মিলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষকে শংসাপত্রের মতো অত্যন্ত জরুরি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর আদায়ের চেষ্টা কতটা সংগত তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, শংসাপত্র পেতে কর দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবেদন করা উপভোক্তাদের তপশিলি জাতির শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতেও। অভিযোগ, কর পরিশোধের নথি দেখিয়েই শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে উপভোক্তাদের। কর দেওয়ার সামর্থ্য যাঁদের নেই তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, কর আদায় নিয়ে এমন সিদ্ধান্তই নাকি নিয়ে ফেলেছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি সাধারণ মানুষ যে ভালো চোখে নেননি তার একাধিক প্রমাণ মিলছে।

প্রধানের সাফাই

- চৌকিদারি কর না দিলে শংসাপত্র দিচ্ছে না নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ
- অনেকে কর দিয়ে শংসাপত্র নিচ্ছেন
- শংসাপত্র পেতে কর দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয় বলে সাফাই প্রধানের

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে এক বৃদ্ধা জানান, ১০০ টাকা কর দিয়ে তবেই শংসাপত্র মিলেছে। সঞ্জয়কুমার বর্মন নামে স্থানীয় এক যুবক পরিষ্কার বলেন, 'মায়ের শংসাপত্র আনতে গেলে আমার কাছে চৌকিদারি কর চাওয়া হয়। তা দিতে পারিনি বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আরও অনেকের সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। এদিকে, এই প্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কর্মী জানান, শংসাপত্র দেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই কর ছাড়া শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না।

নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন বলেন, শংসাপত্র প্রদানের সঙ্গে করের কোনও সম্পর্ক নেই। শংসাপত্র নিতে উপভোক্তারা কর দিতে বাধ্যও নন। তবে পরিষেবা প্রদানকালে বকেয়া কর আদায় হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল মজবুত হয়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিডিও সম্বল ঝা অবশ্য বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু রাখালের

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নীলপাড়া রেঞ্জের তোর্ষা নদীর ধারে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক রাখালের। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে রাফেল মুন্ডা (৭০) নামে ওই ব্যক্তি নদীর ধারে গোরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে লক্ষাপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাফেল টোটোপাড়ার বাসিন্দা শচীন টোটোর বাড়িতে গত তিন মাস ধরে রাখালের কাজ করতেন। মৃত ব্যক্তি হান্টাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, জাতীয় উদ্যানের ভেতর ঘটনাটি ঘটায় ওই ব্যক্তির পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কেন না জাতীয় উদ্যানে কারও ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। ওই ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছেন।

মাদারিহাট থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শিশু উদ্যানে মদের আসরে ধৃত ৩ পড়ুয়া

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : শীতলকুচি কলেজ থেকে দুশো মিটার দূরত্বে শিশু উদ্যানে মদের আসরে ধৃত ৩ কলেজ পড়ুয়া। উদ্যানটির বর্তমানে বেহাল দশা। মাঝেমধ্যেই উদ্যানের ভেতর মদের আসর বসায় কিছু যুবক বলে অভিযোগ।

বাম আমলে রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের আর্থিক সহায়তায় শীতলকুচির পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে শিশু উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল। পরে ২০১৬ সালে উদ্যানটির দেখভালের দায়িত্ব নেয় পঞ্চায়েত সমিতি। কিন্তু বর্তমানে উদ্যানটির বেহাল দশা। শিশুদের খেলনাগুলি ভেঙে গিয়েছে। উদ্যানটির অবস্থা বেহাল হওয়ায় ওই উদ্যানে আর লোকজন আসে না। আর উদ্যানের এই বেহাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বুধবার দিনের বেলাতেই উদ্যানের ভেতর মদের আসর বসায় তিন কলেজ পড়ুয়া। ওই সময় উদ্যানের পাশে পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে শীতলকুচি কলেজের ছাত্রীরা শারীরশিক্ষার অনুশীলন করছিলেন। খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ যায় ওই উদ্যানে। পুলিশ দেখেই পালানোর চেষ্টা করে তারা। পুলিশ ধাওয়া করে ধরে ফেলে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানায়, তিনজনকে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সাঁকো পোড়ানো হলেও মরা তোর্ষায় মেলেনি পাকা সেতু

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : মরা তোর্ষা নদী পেরোতে আজও কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় আঠারোকোঠার গাড্ডারপাড় সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের ভরসা নড়বড়ে সাঁকো। এলাকাবাসীর অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের জানিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পাকা সেতুর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে তারপর কেটে গিয়েছে দুই বছরের বেশি সময়। গত বছর সাঁকো পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ফের সাঁকো বানানো হয়। তবে আজও সেই সেতু তৈরি হয়নি।

গাড্ডারপাড় সহ পার্শ্ববর্তী কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর কালপানি, মালতীগুড়ি চর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ শুকটাবাড়ি হয়ে কোচবিহার শহরে যেতে এই সাঁকো ব্যবহার করেন। এই এলাকায় যানবাহন ঢোকাই দুষ্কর। তাই অন্তঃসত্ত্বাদের অনেক আগে থেকেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন পরিবারের সদস্যরা।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহাজান মিয়াঁর গলায় ক্ষোভ, 'বহু বছর ধরে মরা তোর্ষার উপর সেতুর দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু আজও সেই দাবি পূরণ হচ্ছে না।' রমজান আলি বলেন, 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ শাসকদলের নেতারা পাকা সেতু হচ্ছে-হবে বলে আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি বাসিন্দাদের বেহাল সাঁকো পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে।' সহিদুল ইসলাম, বেল্লাল হোসেন প্রমুখ বাসিন্দা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াতের ঝুঁকি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

কোচবিহার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবদুল জলিল আহমেদের মন্তব্য, 'কোভিড পরিস্থিতি ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলে টেন্ডার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক ও দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হবে।'

গাড্ডার পাড়ে এই সাঁকো দিয়েই চলে নদী পারাপার। – সংবাদচিত্র

সাঁকোই ভরসা

- মরা তোর্ষা নদী পেরোতে গাড্ডার পাড়ে ভরসা সাঁকো
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে সেতু নির্মাণের কথা থাকলেও কাজ হয়নি
- গত বছর সাঁকো পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী

মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি ইয়াসমিনের কথায়, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই জায়গায় সেতু নির্মাণে টেন্ডার ডেকেছিল। বর্তমানে কী পর্যায়ে রয়েছে, সে ব্যাপারে আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, কোভিড পরিস্থিতিতে টেন্ডারে কোনও সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি। নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে, প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কাজ শুরু হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।